দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 APR 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বই পড়া

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পক্ষ থেকে এ বছরও কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে জনসাধারণের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টাকেই আমরা প্রাথমিকভাবে উল্লেখ করতে চাই। কর্মসূচীর স্লোগান 'নববর্ষে প্রিয়জনকে বই উপহার দিন'। সে লক্ষ্যে বাস্তবায়নের জন্যই ঢাকা মহানগরীর মহল্লায় মহল্লায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বই বিক্রির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উপহার সামগ্রী হিসাবে বইয়ের ব্যাপক প্রচলন পাঠাভ্যাস গড়ে তোলায় সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

আমাদের দেশের জনসাধারণের পাঠাভ্যাস ব্যাপক নয়। এ কোন অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নয়। প্রথম কথা, যেখানে পাঠাভ্যাস গড়ে উঠবে সেই শিক্ষিত জনসংখ্যাই যে মোট জনসংখ্যার নগণ্য অংশ। কিন্তু সেই নগণ্য সংখ্যক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সবারও যে পাঠাভ্যাস আছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এজন্যে যে কোন কারণ নেই তা নয়। কারণ অবশ্যই আছে। এই সমস্যা জর্জরিত জীবনে অন্নবস্ত্রের ধান্ধায়ই তো সব সময় খরচ হয়ে যায়। সময় কখনও উদ্বৃত্ত হলেও বই পড়ার মত মনের অবস্থা থাকে কিনা সে প্রশ্ন আছে। তার ওপর আছে বই কেনার সামর্থ্যের প্রশ্ন। শিক্ষিত লোকদের একটা বিরাট অংশ বই কেনার সঙ্গতি রাখেন না। আবার সঙ্গতি যাদের আছে, তাদের অনেকের বই কেনার ইচ্ছাও নেই।

এসব কথা স্বীকার করে নেবার পরও কিছু কথা থেকে যায়। বই পড়া অভ্যাসের ব্যাপার। কিছুটা ঐতিহ্য। তবে অভ্যাস এবং ঐতিহ্য—দুইই গড়ে তোলা যায়। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে দেখা যায় দিনান্তে যে সময়ই মেলে তখন বই পড়লে তা ক্লান্তিহরণ করতেও সক্ষম। পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা ছিন্ন করে একমাত্র বইই পারে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান আর কল্পনার সুন্দর জগতে নিয়ে যেতে। বই জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়, মনের প্রসার ঘটায়। বই খন্ধ করে তোলে মানসিকতা। আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতায় ভুগি। ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে জয় করতে হলে, জাতিগত সীমাবদ্ধতাকে জয় করতে চাইলে বই পড়তেই হবে। পাঠাভ্যাস যথাসম্ভব ব্যাপক করতে হবে।